গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম।
১০৫৪, রহিম ম্যানশন, ও. আর. নিজাম রোড, চট্টগ্রাম।
www.bfsa.chittagong.gov.bd

বিষয়ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠান নিমিত্তে অংশীজনের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান।
জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।

তারিখ : ২০ মার্চ ২০২৪ খ্রি.

সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা

স্থান : সার্কিট হাউজ মিলনায়তন, চট্টগ্রাম।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক' তে দ্রষ্টব্য

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা গড়া। আর এ স্বপ্নকে বাস্তবে রুপ দেওয়ার জন্য তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রুপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন করে দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদায় উন্নীত করার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। এরই ধারাবাহিকতায় খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে খাদ্য গ্রহণ, দূষণ ও ভেজালমুক্ত নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে প্রণীত হয় নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩। এই আইনের আলোকে ২রা ফেব্রয়ারি, ২০১৫ সালে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়। এ সংস্থাটি সকল সরকারি, বেসরকারি অংশীজনের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে খাদ্যে ভেজালরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও সচেতনতামূলক প্রচারণাসহ খাদ্য নিরাপদতা ও গুণগতমান পরীক্ষায় নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগীতায় দেশে খাদ্য নিরাপদতার পাশাপাশি দেশের প্রতিটি মানুষের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য ব্যক্তিগত সচেতনতার পাশাপাশি শহর ও গ্রামের গৃহে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মসূচীর মাধ্যমে কার্যকর ভূমিক রাখছে। নিরাপদ খাদ্য যেমন সবার জন্য প্রয়োজন তেমনি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সকলকে সচেতনতাসহ সরকারি এবং বেসরকারিভাবে সকলকে একযোগ দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন আমাদের সকলকে সচেতনতার পাশাপাশি শুদ্ধাচারী হয়ে একযোগে কাজ করা। তিনি আরো বলেন, "সাম্য, একতা,সমতা, ন্যায়নীতি, নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে সকলেরই অবদান রাখতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সকলের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহনই পারে সমাজকে বদলে দিতে, নতুন দিনের নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করতে। ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্রের ভবিষ্যত সঠিক গন্তব্যে পৌঁছতে পারে কেবলমাত্র সুনাগরিকের শুদ্ধাচার চর্চার মাধ্যমে।"

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উপপরিচালক (সংসদ ও সমন্বয়) মোঃ রকিবুল হাসান তাঁর বক্তব্যে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের মাধ্যমে শুদ্ধাচার, নৈতিকতা প্রতিপালন তথা সুশাসন নিশ্চিতের পথচলায় অবদান রাখার আহ্বান জানান।

এরপর সভার প্রধান অতিথি জনাব অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শোয়েব, সদস্য(খাদ্য/শিল্প উৎপাদন) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ মহোদয় বলেন, "সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা তথা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে ব্যক্তি পর্যায় থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। সর্বত্র শুদ্ধাচার চর্চার মাধ্যমে আগামীর সোনার বাংলা গড়ার অগ্রযাত্রায় সকলকে সামিল হতে হবে।"

তিনি আরো বলেন, নিরাপদ খাদ্য সকলের অধিকার। আর এই অধিকার অর্জনের জন্য সবাইকে শুদ্ধাচারী হতে হবে। তবেই বাংলার প্রতিটি ঘরে নিরাপদ খাদ্য পৌছানো সম্ভব। তিনি বলেন, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে যেকোনো তথ্যের জন্য www.bfsa.gov.bd ওয়েবসাইটের সেবা বক্সের কথা উল্লেখ করেন, তাছাড়া প্রতিটি জেলা কার্যালয় থেকেও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া এবং সংগ্রহ করা যায় বলে নিশ্চিত করেন। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (জিআরএস)

মোহাম্মদ ফারহান ইসলাম
নিরাপদ খাদ্য অফিসার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম

সম্পর্কে আলোকপাত করেন। যেকোনো অভিযোগের জন্য কর্তৃপক্ষের হটলাইন ১৬১৫৫ এ কল করার জন্য সবাইকে পরামর্শ দেন। সকলের সাথে সমন্বয় এবং সম্মিলিত প্রচষ্টার মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন থেকে ভোক্তার খাদ্য গ্রহণ পর্যন্ত খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত করার লক্ষপূরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কাজ করে যাচ্ছে বলে সবাইকে আশ্বস্ত করেন।

জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফারহান ইসলাম এর সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় বিভিন্ন সেবা, সিটিজেন চার্টার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, সেবা সহজিকরণ, উদ্ভাবনী কার্যক্রম, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, জিআরএস এর ব্যবস্থাপনা, অনলাইন মনিটরিং, নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত পরামর্শ ও অভিযোগ দায়ের সংক্রান্ত বিষয়াদিসহ নানাবিধ বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং সকলের নিকট সার্বিক সহযোগীতা কামনা করা হয়।

এ পর্যায়ে সভায় উপস্থিত ব্যবসায়ীগণ মতামত ব্যক্ত করেন। রেস্টুরেন্ট মালিক সমিতি, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সকল কার্যক্রমকে স্বাগত জানায়। উক্ত কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার পূর্বে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কেউ কাজ করেনি। যার কারণে আমরা খাদ্য ব্যবসায়ীরা অনেক বিষয়ে ধারণা রাখি না। তাই আমাদের খাদ্য ব্যবসায়ী ও খাদ্যকর্মীদের সচেতন করতে ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে বেশি করে প্রশিক্ষন প্রদানের অনুরোধ করেন এবং তিনি আরো খাদ্য আইনে যে, অপরাধ ও দন্ডবিধি রয়েছে তা সংশোধনপূর্বক জরিমানা কমিয়ে আনার অনুরোধ করেন।

এ পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্মবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

১। খাদ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিজস্ব উদ্যোগে প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে এবং নিরাপদ খাদ্য অফিসার প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।
২। হোটেল-রেস্তোরাঁসমূহকে একটিমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা (বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ) এর অধীনে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রস্তাবনা গৃহিত হয়।
৩। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের সমন্বয়ে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কর্মসূচী আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।
৪। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা হটলাইন ১৬১৫৫ এর জন্য লিফলেট/ব্যানার/প্যাস্টুন তৈরি করে দৃশ্যমান স্থানে লাগানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
৫। জিআরএস এর মাধ্যমে অভিযোগ পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করা।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩০.০৩.২৫

(মোহাম্মদ ফারহান ইসলাম)
নিরাপদ খাদ্য অফিসার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম
মোবাইলঃ ০১৯৭৬০৪০২০০
ই-মেইলঃ
fso.chattogram@bfsa.gov.bd

স্মারক: ১৩.০২.১৫০০.০০১.৫৪.০০১,২৪.২৫৬ তারিখ:৩০/০৩/২০২৪খ্রি.

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য (জৈষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

০২. সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

০৩. পিএস টু চেয়ারম্যান, (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

০৪. অফিস কপি।

৩০.০৩.২৫

(মোহাম্মদ ফারহান ইসলাম)
নিরাপদ খাদ্য অফিসার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম
মোবাইলঃ ০১৯৭৬০৪০২০০
ই-মেইলঃ
fso.chattogram@bfsa.gov.bd